তারিখ ··12·JUN·2015···
পৃষ্ঠা ···২৪··· কলাম ···৫···

কালের কণ্ঠ

বাজেটে শিক্ষার গুরুত্ব কম

ড. সুলতান মাহমুদ রানা

শিক্ষার অন্যতম উপাদান শিক্ষকের বেতন-ভাতাদিসংক্রান্ত বিষয়, যা দীর্ঘদিন থেকে বাজেটে উপেক্ষিত থেকেছে। বাজেট ঘোষণা থেকে শিক্ষকদের উন্নয়নে কোনো সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকে না। বিগত কয়েক বছরে শিক্ষা খাতে এ সরকারের অনেক সাফল্য থাকলেও শিক্ষকদের জীবনমানের উন্নয়নে তেমন দৃশ্যমান পদক্ষেপ লক্ষ করা যায়নি। অথচ শিক্ষকদের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই শিক্ষার হার বেড়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে

২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেট মহান সংসদে উপস্থাপিত হয়েছে। ক্ষমতাসীন সরকারের চলতি মেয়াদের এটি দ্বিতীয় বাজেট। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের আকার ধরা হয়েছে দুই লাখ ৯৫ হাজার ১০০ কোটি টাকা, যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ছিল দুই লাখ ৫০ হাজার ৫০৬ কোটি টাকা। বাজেটের আকার বেড়েছে। ফলে প্রতিটি খাতে বরাদ্দের পরিমাণও কিছুটা বেড়েছে। এমন হিসাবে শিক্ষা খাতেও বরাদ্দের পরিমাণ বেড়েছে। তবে শতকরা হিসাবে তা বাড়েনি, বরং কমেছে।

নতুন অর্থবছরের মানবসম্পদ উন্নয়নে বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে ৬০ হাজার ৭১ কোটি টাকা। এর মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ১৭ হাজার ১০৩ কোটি টাকা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ১৪ হাজার ৫০২ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরে (২০১৪-২০১৫) এর পরিমাণ ৫৪ হাজার ৬৫ কোটি টাকা।

২০১৫-১৬ অর্থবছরের শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে বরাদ্দ দেখানো হয়েছে মোট বাজেটের ১১.৬ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে এই খাতে মোট বাজেটের ১৩.১ শতাংশ রাখা হয়েছিল। এবার আনুপাতিক হারের বিবেচনায় বরাদ্দ কমেছে ১.৫ শতাংশ। গত পাঁচ অর্থবছরের বাজেটে কেবল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কেবল ২০১৩-১৪ অর্থবছর ছাড়া প্রতিবারই মোট বাজেটের অনুপাতে শিক্ষায় বরাদ্দ আগের বছরের তুলনায় কমেছে। বিষয়টি নিঃসন্দেহে দুঃখজনক।

ইতিমধ্যেই দেশে শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে। শিক্ষা খাতে সঠিকভাবে ব্যয় নিশ্চিত হলে তা দেশের উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডকে গতিশীল করে এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনায় দক্ষ মানবসম্পদের কেবল জোগান দেয় না, বরং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সঠিক মাত্রার মানবসম্পদ তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশে একটি যুগোপযোগী শিক্ষানীতি ২০১০ সালে প্রণীত হয়েছে—এটি কার্যকরের প্রক্রিয়া চলছে। এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে শিক্ষা খাতে অধিকতর বাজেট বরাদ্দ দেওয়া জরুরি। অথচ মোট বাজেটের আনুপাতিক হারে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ কমেছে। ফলে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য এবারও বাজেটের অপ্রতুলতা তৈরির আশঙ্কা রয়েছে। শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কোনো বরাদ্দ নেই, যা থাকা জরুরি ছিল। এতে শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে সংকটাবস্থা সৃষ্টির আশঙ্কা অনুমান করা যায়।

অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন, 'সৃজনশীল প্রশ্নপত্র, মাধ্যমিক পর্যায়ে বিনা মূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ, উপবৃত্তি প্রদান এবং ইংরেজি ও গণিতের শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ অব্যাহত থাকবে।' এ ছাড়া শতভাগ ভর্তির সুফল ধরে রাখতে ৯৩ উপজেলায় সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৩৩ লাখ ৯০ হাজার শিশুর জন্য স্কুল ফিডিং কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। এগুলো নিঃসন্দেহে ভালো ও ইতিবাচক উদ্যোগ। এ ছাড়া প্রতিটি বিভাগীয় শহরে একটি করে গার্লস টেকনিক্যাল স্কুল, ২৩টি উপজেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, চারটি বিভাগীয় শহরে চারটি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং সব বিভাগে একটি করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প নেওয়ার কথাও জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। এ ছাড়া নানাবিধ উদ্যোগের কথা বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করা হয়েছে। এসবের পাশাপাশি শিক্ষার উন্নয়নে আরো সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়টি জরুরি ছিল, যা বাজেট বক্তৃতায় স্পষ্ট করা হয়নি। তবে অর্থমন্ত্রী কর্তৃক উল্লিখিত সব উদ্যোগ যথাযথ বাস্তবায়ন করতে চাইলে বাজেটের অপ্রতুলতার আশঙ্কাটি থেকেই যায়।

এবারের বাজেটে শিক্ষার পাশাপাশি কৃষি ও স্বাস্থ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোর বরাদ্দও কমেছে; যদিও বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী মানবসম্পদ উন্নয়নে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতের গুরুত্বের কথা বলেছেন। কিন্তু বাস্তবতায় তা দেখা যাচ্ছে না। বাজেট-পরবর্তী আলোচনায় বিশ্লেষকরা কৃষি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে বরাদ্দ কমে যাওয়ায় কঠোর সমালোচনা করেছেন।

শিক্ষার অন্যতম উপাদান শিক্ষকের বেতন-ভাতাদিসংক্রান্ত বিষয়, যা দীর্ঘদিন থেকে বাজেটে উপেক্ষিত থেকেছে। বাজেট ঘোষণা থেকে শিক্ষকদের উন্নয়নে কোনো সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকে না। বিগত কয়েক বছরে শিক্ষা খাতে এ সরকারের অনেক সাফল্য থাকলেও শিক্ষকদের জীবনমানের উন্নয়নে তেমন দৃশ্যমান পদক্ষেপ লক্ষ করা যায়নি। অথচ শিক্ষকদের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই শিক্ষার হার বেড়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। শিক্ষাকে যুগোপযোগী করতে এবং শিক্ষকদের উন্নয়নে অনেক আগেই শিক্ষা আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হলেও সেটি এখনো আলোর মুখ দেখেনি। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের পর আশা করা হয়েছিল, শিক্ষকদের জন্য পৃথক বেতন কাঠামো ঘোষণা করা হবে; তা-ও হয়নি।

ইতিমধ্যেই অষ্টম জাতীয় বেতন স্কেলের কাজ চূড়ান্ত হওয়ার পথে থাকলেও শিক্ষকদের জন্য কোনো বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়নি। বরং জাতীয় বেতন স্কেলের সর্বশেষ সচিব কমিটির সুপারিশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনে সচিবদের তুলনায় যথেষ্ট বৈষম্য

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা রয়েছে। তবে স্বাধীনতা ও দায়িত্বশীলতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করাও গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়'—এ নীতি পররাষ্ট্রনীতির জন্য খুবই ভালো সূচনা।

বাংলাদেশের উন্নয়নের অংশী হতে চায় যুক্তরাজ্য

অনুষ্ঠানে হাইকমিশনার আরো বলেন, 'বিনিয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়নের অংশী হতে চায় যুক্তরাজ্য। তবে সরকারকে বিদেশি বিনিয়োগে বাধা সৃষ্টিকারী সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে। তা হলে বাংলাদেশে দ্রুত বিনিয়োগ বাড়বে।

গিবসন বলেন, 'বাংলাদেশে যুক্তরাজ্য আরো বিনিয়োগ করতে চায়। কিন্তু এর পথে বড় বাধা দুর্নীতি এবং হরতাল ও অবরোধের মতো রাজনৈতিক কর্মসূচি। বিনিয়োগ বাড়াতে হলে এসব সমস্যা অবশ্যই লাঘব করতে হবে। তাঁর বিশ্বাস, সরকার বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জন ও ভবিষ্যৎ বিনিয়োগের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবে।'

যুক্তরাজ্যের বিনিয়োগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগে তাঁর দেশ বড় অংশী। তবে তাঁর দেশের বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে আরো বিনিয়োগ করতে চায়। বাংলাদেশে অনেক অবকাঠামো প্রকল্প অপেক্ষমাণ রয়েছে। যুক্তরাজ্য এসব উন্নয়ন প্রকল্পে অংশ নিতে চায়। তাঁর দেশের বিনিয়োগকারীরাও এসব খাতে বিনিয়োগের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে।